খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1, Issue-13 Bardhaman , 15 December. 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● ২৪ ডিসেম্বর থেকে পলাশী স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে গুড়াপ বইমেলা, প্রতিদিন বেলা ২.৩০ মিনিট থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত; চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

● বিশ্বের সেরা চারে এলআইসি! এস এন্ড পি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স - এর নতুন রঙ্কাঙ্কিংয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জীবনবীমা সংস্থা হিসেবে উঠে এল এলআইসি। এলআইসি'তে জমার অঙ্ক প্রায় ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪২ লক্ষ কোটি।

● ইফতারকে বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। পবিত্র রমজানের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন ইফতার করে থাকেন। পরিবার ও সমাজের বন্ধনকে দৃঢ় করে ইফতার,জানাল ইউনেস্কো।

● সাংসদ পদ খারিজ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের ! লোকসভার স্পিকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র।

● মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন বিজেপি বিধায়ক মোহন যাদব।

● ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু দেও সাই।

● মাই আধার পোর্টালের মাধ্যমে বিনামূল্যে আধার আপডেটের সময়সীমা বেড়ে হল ১৪ মার্চ পর্যন্ত।

● রানীগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোহরাব আলির বাড়িতে আয়কর হানা! তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

● রাজস্থানের নয়া মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা।

● ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট খুঁজে বের করার দায়িত্ব রাজ্যের, জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

● গোঘাট থানার ওসির ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অমানবিক আচরণ! চাষীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ তুলতে গালিগালাজ। ব্যাপক ক্ষুব্ধ চাষী মহল। নিন্দার ঝড় সর্বত্র।

● সাচার কমিটির রিপোর্ট নড়িয়ে দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের ভিত। সরকার পাল্টেছে,কিন্তু

(এরপর চারের পাতায়)

ভুয়ো প্রেস লেখা গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার দাবিতে সরব ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ভুয়ো প্রেস লেখা গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার দাবিতে সরব ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি।পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার আইজেএ'র পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ভুয়ো প্রেস লেখা গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার দাবি জানিয়ে দেওয়া হল ডেপুটেশন।আইজেএ'র পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত কয়েক বছর ধরেই বর্ধমান জেলায় যথেচ্ছ আকারে বেড়েছে ভুয়ো প্রেস লেখা গাড়ির সংখ্যা।দেখা যাচ্ছে চারচাকা বা দু'চাকায় প্রেস লিখে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে কিছু ভুয়ো মানুষ।বর্ধমানে সাংবাদিকদের যা সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি এইসব গাড়ির সংখ্যা।এতে সমস্যায় পড়ে প্রশাসনও। প্রেস লেখা গাড়ি চেপে অসামাজিক কাজ করে ধরা পড়ার ঘটনাও ঘটেছে।এতে সাংবাদিকতার পেশার অমর্যাদা হচ্ছে। আইজেএ'র নেতৃত্বের সাথে আলোচনার পর পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সহমত পোষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি জানান,জেলাশাসক এবং তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিকের সাথে তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেবেন। শতবর্ষ প্রাচীন সাংবাদিকদের বৃহত্তম সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন - এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকার অনুমোদিত এবং প্রকৃত সাংবাদিক ছাড়া কেউ প্রেস ব্যবহার করবেন না। ডিজিটাল মিডিয়া তাদের আলাদা স্টিকার ব্যবহার করুক। ফেসবুক, ইউটিউবে যারা খবর করেন তারা প্রেস লেখার পরিবর্তে সোস্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল মিডিয়া লিখতে পারেন। জেলার প্রতিটি পত্র পত্রিকার সর্বাধিক পাঁচজনকে তাদের গাড়িতে প্রেস লেখার অনুমতি দেওয়ার দাবিও জানান তারা। গাড়িতে প্রেস লেখা সাংবাদিকদের তালিকা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং পুলিশের কাছে নথিভুক্ত থাকবে।এ বিষয়গুলিও পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনায় উঠে

এসেছে বলে জানা গেছে।এদিন পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বার তারকনাথ রায়, ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার জগন্নাথ ভৌমিক,রাজ্য কমিটির সদস্য আমিনুর রহমান ও জয়ন্ত দত্ত, আইজেএ'র পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন মুখার্জি, সাধারণ সম্পাদক অরূপ লাহা সহ জেলা কমিটির সদস্য শম্ভুলাল কর্মকার, পার্থ চৌধুরী, পিন্টু প্যাটেল, সোমনাথ ভট্টাচার্য, মনতোষ পোদ্দার ,সুপকাশ চৌধুরী, রাম নারায়ণ কুন্ডু,উদিত সিংহ,বিধান চন্দ্র, স্বপন আইচ, প্রসুন সামন্ত, পাপাই সরকার, উত্তম দাস সহ অন্যান্য সাংবাদিক বন্ধুরা।জানা গেছে,জেলা জুড়ে দু'চাকা ও চার চাকার গাড়িতে ভুয়ো প্রেস স্টিকার লাগানোর এই অভ্যাস মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল সব পক্ষেরই। এবারেই প্রথম সাংবাদিকরা নিজেরাই এই বিশৃঙ্খল অবস্থার বিরুদ্ধে সরব হলেন।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে ঘিরে বিক্ষোভ ধনেখালিতে !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা এবং আবাস সঙ্গে কথা বলতে সোজা চলে যান গুড়বাড়ির মহিষগড়িয়া গ্রামে। আর

যোজনার টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে ঘিরে বিক্ষোভ ধনেখালিতে ! আবাস যোজনায় দুর্নীতি খুঁজতে শুক্রবার হুগলির ধনেখালিতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। শুক্রবার হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ,খাজুরদহ মেলকি এবং গুড়বাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।বিকেলে এসে পৌঁছান গুড়বাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত অফিসে কিছুক্ষণ থাকার পর গুড়বাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে বের হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আবাস যোজনার উপভোক্তাদের সেখানেই ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা এবং আবাস যোজনার টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। উপভোক্তাদের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।সব কিছুতেই বলছেন বিডিও বলতে পারবেন।এলাকাবাসীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পেরে দ্রুত এলাকা ছাড়েন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। আবাস যোজনা নিয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের সপক্ষে কোনো তথ্য না পেয়ে ধনেখালি থেকে কার্যত খালি হাতেই ফিরতে হল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে।

অকালবৃষ্টিতে মাথায় হাত চাষীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এ যেন পাকা ধানে মই ! দু'দিনের নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সব শেষ ! ব্যাপক ক্ষতির মিশে গেছে। আর যে সব জমিতে আলু বসানো হয়ে গিয়েছিল তা জলে পরিপূর্ণ। শীতকালের এই

সম্ভাবনা।হুগলি,বর্ধমান সর্বত্র একই চিত্র।অসহায় অবস্থা চাষীদের।শেষ মুহূর্তে পূর্ব বর্ধমানের চাষিরা যখন ধান কাটা, ধান তোলায় ব্যস্ত, সেই সময়ই মিগজাউম- এর প্রভাবে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতে দফারফা অবস্থা 'শস্যগোলা'র চাষিদের।পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ,রায়না, খণ্ডঘোষ, মাধবডিহি,কালনা, কাটোয়া, গলসি, আউসগ্রাম এলাকার চাষীদের মাথায় হাত।মাঠে বৃষ্টির জলে থৈ থৈ করছে কাটা ধান। যে ধান কাটা হয়নি,তা একেবারে মাটিতে অকাল বৃষ্টিতে হাজার হাজার চাষীর ঘুম ছুটেছে।ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন বহু চাষি।এখন ঋণ শোধের চিন্তা তাদের কুরে কুরে খাচ্ছে।হতাশায় কৃষক আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটছে। ইতিমধ্যেই হুগলির খানাকুল,পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় কয়েক জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন বলে খবরে প্রকাশ।

পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি হুগলি জেলার বিভিন্ন ব্লকেও জমিতে বৃষ্টির জল জমে পাকা ধান নষ্ট হয়ে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

Khabor Sojasuji Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 Issue-13 15 December. 2023

মোদী ঝড় !

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে সেমিফাইনালেই বাজিমাত বিজেপির ।মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান,ছত্রিশগড়ে গেরুয়া ঝড়ে কার্যত উড়ে গেল কংগ্রেস। মুখ থুবড়ে পড়ল ইন্ডিয়া জোট ।কার্যত প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিল ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে। হিন্দি বলয় ফের ভরসা রাখল মোদীজির ওপর ।কংগ্রেসের দখলে থাকা রাজস্থান ও ছত্রিশগড় ছিনিয়ে নিল বিজেপি। কেবলমাত্র তেলেঙ্গানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল কংগ্রেসকে। ।এর কারণ কি কেবলই মোদী ঝড় ? না কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের প্রতি মানুষের আস্থার অভাব ? ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, আর্থিক সংকটের মতো একাধিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মানুষ আবার বিজেপিকেই কি কারণে বেছে নিলেন তাদের পরিত্রাতা হিসেবে তা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত,মানুষের সামনে কোনো পজিটিভ স্লোগান কিংবা সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা রাখতে পারে নি ইন্ডিয়া জোট। দ্বিতীয়ত,হয় নি আসন সমঝোতাও। তৃতীয়ত,নেই কোনো ঘোষিত প্রধানমন্ত্রীর মুখ। ইন্ডিয়া জোটটা কি,কেন, কিভাবে - সবটাই এখনও অস্বচ্ছ মানুষের কাছে। আবার রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ আলাদা। বাংলায় যেমন সিপিএম ও তৃণমূল জোট সম্ভব নয়,কেরলে তেমনি কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট অসম্ভব ।এ তো কাঁঠালের আমসত্ত্ব ! ইন্ডিয়া জোট আদৌ কি বাস্তবে রুপ পাবে,না কয়েকটি বৈঠকেই শেষ হবে তা জানার জন্য আমাদের আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে ।জোড়াতালির সরকার নয়,মানুষ চান দেশে একটি বলিষ্ঠ সরকার। মোদী ঝড় নয়,মানুষের কাছে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য কোনো বিকল্প রাজনৈতিক দল না থাকায় বিজেপির জয়জয়কার ।লোকসভা নির্বাচনেও এরকম ফলাফল হলে আশ্চর্যের কিছু নেই ।যদিও একের বিরুদ্ধে এক লড়াই হলে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন নিশ্চিতভাবেই কঠিন হবে বিজেপির কাছে, উল্টে যেতে পারে গদি ।তখন মোদী ঝড় কতটা কাজ করবে তা বলা এখনই সম্ভব নয় ।ঘটতেও পারে অঘটন। শেষ কথা তো বলবে জনতা ।আর তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আর কয়েকটি মাস ।আবার ২০২৬ এ বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই বিজেপির নেতারা বলতে শুরু করেছেন এক তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলায় ক্ষমতা দখল করবে বিজেপি। ২০২৬ এ মোদী ঝড় আটকাতে পারে কিনা তৃণমূল সেটাই এখন দেখার। যদিও ২০২৪ এ লোকসভা নির্বাচনে মোদী ঝড় কতটা কাজ করবে তার ওপরই নির্ভর করছে বাংলায় বিজেপির ভবিষ্যৎ ।২০২৬ এ মোদী ঝড় বাংলায় আছড়ে পড়বে, না ২০২৪ এ দিল্লীতেই আটকে যাবে মোদী ঝড়, সেটাই এখন দেখার ।

(প্রথম পাতার পর)

অকালবৃষ্টিতে মাথায় হাত চাষীদের

যাওয়ার আশঙ্কা। এছাড়াও যে সব জমিতে আলু বসানো হয়েছে সেইসব আলুর বেশি ভাগ গাছ হয়ে গেছে। অকাল বর্ষণে জমিতে জল জমে সেসব গাছ আর বাঁচবে না বলে আশঙ্কা কৃষকদের। আবার নতুন করে আলু বীজ কিনে বসাতে হবে আলু ।আর এই সুযোগের সদ্ব্যহার করতে মাঠে নেমে পড়েছেন এক শ্রেণীর অসাধু আলু বীজ ব্যবসায়ী। চাষীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ দামে বিক্রি করছেন আলু বীজ, অভিযোগ ।আলু বীজের কালোবাজারি রুখতে অবিলম্বে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবিতে সরব কৃষকরা। শুধু পূর্ব বর্ধমান নয়, হুগলির জেলার গোঘাট, আরামবাগ, খানাকুল, পুড়গুড়া, তারকেশ্বর, হরিপাল, সিঙ্গুর, পোলবা, পান্ডুয়া, ধনেখালি সহ প্রায় সব ব্লকের কৃষকদের মাথায় হাত। সবজি চাষেও ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষীরা। এই মুহূর্তে বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো প্রভৃতি সবজির ফলন হচ্ছে। কিন্তু অকাল বর্ষণে এই সমস্ত চাষেও ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। শীতের বর্ষায় অনেক জায়গায় সবজি ও সরষে ক্ষেত নষ্ট হওয়ার মুখে।

“ খবর সোজাসুজি ”

দীপঙ্কর বৈদ্য

জীবন পথের সোজা কথা জানতে সবাই এসো,
খবর সোজাসুজি কাগজ একটু ভালোবেসো।
স্বদেশ বিদেশ পাশাপাশি শিল্প কৃষির মাঝে,
জীবন-মরণ টানাটানি সকাল থেকে সাঁঝে।

গোলা বারুদ হানাহানি দুঃখে ভরা ফাগুন,
কলম রেখায় ফুটে ওঠে বর্ণমালার আগুন।
আপন-স্বজন মুখোশ পরে ভাসায় মায়াবী সুর,
সাধারণের কাছে যে তাই নীলাকাশ বহুদূর।

যুগের পরে যুগ চলে যায় প্রতিশ্রুতির স্লোগান,
স্বপ্ন বেচে লড়াই করে বেকারের মন ও প্রাণ।
সোজা কথা সোজাসুজি ভালো-মন্দের লক্ষ্যে,
শাসক-বিরোধ পেরিয়ে জয়ী জনগণের পক্ষে।

শেষ কথা নয় - সংবাদপত্র শুরুর তালে নাচে,
পরিবেশের আঁধার ঠেলে আলো জ্বেলে বাঁচে।

বড়দিন বড়ো নয়

পার্থ পাল

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন পড়ুয়াকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় বড়দিন কবে, সে চটজলদি উত্তর দেবে ২৫ শে ডিসেম্বর। কে না জানে ওই দিন খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ দিনটিকে উৎসবের মেজাজে পালন করেন। কেক, ক্রিসমাস ট্রি, গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, সান্টাক্লজ, দল বেঁধে বনভোজনের মিলিত হুল্লোড়ে স্মরণীয় হয়ে ওঠে শীতের একটি ছুটির দিন। অথচ একই দিনে জন্মদিন হওয়ার মাসুল গোনেন বিখ্যাত কয়েকজন মহাপুরুষ। পদার্থবিদ্যার প্রাণপুরুষ স্যার আইজ্যাক নিউটন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী মদনমোহন মালব্য, পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, নোবেলজয়ী পদার্থবিদ হাইজেনবার্গ এবং এদেশের দশম প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ডিসেম্বরের এই ২৫ তারিখেই ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই দিনটিতেই পরলোকে চলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা ও পরিচালক চার্লি চ্যাপলিন। সেই হিসাবে দিনটিকে বড়দিন বলাই যায়।

তবে ভূ- বিজ্ঞানের মতে দিনটি মোটেও বড় নয়। বরং আমাদের পক্ষে দিনটি ছোট দিন। আমরা জানি, পৃথিবী নিজের অক্ষে লাট্টুর মত পাক খায় বলেই পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত হয়। তেমনই সূর্যের চারিদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে তার সময় লাগে এক বছর। একটি বছর জুড়ে আছে ছ ছটি ঋতু। গ্রীষ্ম,বর্ষা,শরৎ, হেমন্ত,শীত ও বসন্ত। কক্ষপথের সঙ্গে পৃথিবী প্রায় ২৪ ডিগ্রি কোণে কাত হয়ে ঘোরে। তাই পরিবর্তন হয় ঋতুর। এই ঋতুভেদ আবার পৃথিবীর সব দেশে সমান নয়। আমাদের এখানে যখন প্রবল শৈত্যপ্রবাহ, অস্ট্রেলিয়ায় তখন ভীষণ দাবদাহ। এজন্য দায়ী পৃথিবীর কক্ষপথের গঠন। সৌরমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে ঘিরে ঘোরে। তাই সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব পরিবর্তন হয় বছরভর। যেমন, জুলাই মাসের ৪ তারিখে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব হয় সর্বাধিক - ১৫ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার। এটি তার অপসুর অবস্থান। ‘অপ’ কথার অর্থ দূর আর ‘সূর’ কথার অর্থ সূর্য। অর্থাৎ দূরে থাকা সূর্য। বিপরীতক্রমে অনুসুর অবস্থানে পৃথিবী

সূর্যের অনেকটা কাছে চলে যায়। তখন ওই দূরত্ব দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটারে। এই ঘটনাটি ঘটে জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখে। সেই হিসাবে দেখতে গেলে, শীতকালে আমরা থাকি সূর্যের কাছাকাছি!

আসলে, কাত হয়ে ঘোরা পৃথিবীর উপর সূর্যালোক সব সময় সব স্থানে সমানভাবে পড়ে না। হিসাবের সুবিধার জন্য পৃথিবী গোলকের উপর আড়াআড়ি, বৃত্তাকার অনেক রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এদের অক্ষরেখা বলে। মধগ্ধ্যমণি বড় বৃত্তটি হলো নিরক্ষরেখা। তার দুপাশে আছে অপেক্ষাকৃত ছোট কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা। তারও বাইরে রয়েছে সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত ।একুশে মার্চ তারিখে সূর্যের আলো নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। তাই সেদিন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দিন আর রাত্রের দৈর্ঘ্য সমান। দিনটি মহাবিষুব নামে পরিচিত। এরপর আমাদের গ্রহের উত্তর গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। আমাদের দেশেও দিনের দৈর্ঘ্য সেই তালে তাল মিলিয়ে বাড়তে থাকে। এভাবেই আসে একুশে জুন। যেদিন সূর্যের আলো লম্বভাবে পড়ে কর্কটক্রান্তি রেখার উপর। তাই জুন মাসের ওই বিশেষ দিনটিতে উত্তর গোলার্ধ দীর্ঘতম দিন, ক্ষুদ্রতম রাত্রি। অনগ্ধ্যদিকে, দক্ষিণ গোলার্ধে দীর্ঘতম রাত ও ক্ষুদ্রতম দিন।

এই উত্তরায়নের পরেই সূর্যের ‘অয়ন’ বা গতি নিম্নমুখী হয়। আবারও সূর্যের আলো নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে ২৩ শে সেপ্টেম্বর। দিনরাত্রি যথারীতি সমান হওয়ায় ওই দিনটি জলবিষুব নামে পরিচিত। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ এবার হেলতে থাকে সূর্যের দিকে। উত্তর গোলার্ধের সূচনা হয় শীতকালের। ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধের মকরক্রান্তি রেখা সূর্যের আলো পায় লম্বভাবে। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে ওই দিনটি দীর্ঘতম আর আমাদের এ গোলার্ধে রাত্রি দীর্ঘতম। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে দক্ষিণ গোলার্ধের অধিবাসীদের কাছে ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন হলেও আমাদের কাছে তা বড় নয় মোটেই।

গজলডোবার ঝুলন্ত সেতুর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ।উদ্বোধন হল গজলডোবার ঝুলন্ত সেতুর। জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত বানারহাটের সরকারি সভা থেকে সোমবার গজলডোবার ঝুলন্ত সেতুর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প হল ভোরের আলো ।পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে কাজ চলছে। ভোরের আলো প্রবেশের পথে গজলডোবা ঝুলন্ত সেতু পর্যটকদের স্বাগত জানাবে। এদিন বানারহাটের সরকারি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঝুলন্ত সেতুটির ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে সেতু ।ইতিমধ্যেই এই ঝুলন্ত সেতুকে নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ তৈরি হয়েছিল। গজলডোবার ঝুলন্ত সেতু উদ্বোধন হওয়ার পর

অনেকেই সেতুতে ভিড় করেন, সেলফিও তোলেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের কাটোয়া থানার উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।

পঞ্চায়েত অফিসে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ভাতারে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সেয়ানা চোরের কীর্তি ! পঞ্চায়েত অফিস থেকে উধাও গুরুত্বপূর্ণ নথি ! পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়।গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে উধাও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি, সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক, কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ও পঞ্চায়েতের বিভিন্ন খাতে আদায় করা ট্যাক্সের বেশ কিছু টাকা, অভিযোগ।গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ঘর,উপপ্রধানের ঘর ও দুটি আধিকারিকের ঘরে তালা ভেঙে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ,পঞ্চায়েতের গেট ও চারটি রুমের তালা ভেঙেছে দুষ্কৃতীরা।

জানা গেছে, মঙ্গলবার পঞ্চায়েতের কর্মী প্রদ্যুৎ সাঁতরা সকাল ৯ টা ১৫ মিনিট নাগাদ প্রধানের কাছ থেকে চাবি এনে যখন পঞ্চায়েত অফিস খুলতে যান, সেই সময়ে তিনি দেখেন, একতলায় মূল

গেটের তালা ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে গিয়ে প্রধান লায়লা বেগম চৌধুরীকে বিষয়টি জানান।খবর পেয়েই পঞ্চায়েত অফিসে ছুটে যান পঞ্চায়েত প্রধান লায়লা বেগম চৌধুরী। তিনি গিয়ে দেখেন, মূল গেটের পাশাপাশি দোতলার চারটি ঘরের তালাও ভাঙা। ঘরগুলির মধ্যে থাকা প্রায় সবকটি আলমারি লন্ডভন্ড। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ হয়ে রয়েছে। পাশেই পড়ে রয়েছে ভাঙা তালাগুলি।এর পরেই প্রধান পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার পুলিশ।

এ বিষয়ে প্রধান বলেন,'' কি কি চুরি গেছে সেটা আমরা কিছু বলতে পারছি না।স্টাফেরা না এলে তো আমরা কিছু বলতে পারব না। কিন্তু আমার ঘরের হার্ডডিস্কটা নেই এটা দেখতে পাচ্ছি।প্রত্যেকটা আলমারি প্রত্যেকটা ঘরেই সব ভাঙা। পুলিশকে জানিয়েছি। ওসি এসে দেখছেন ব্যাপারটা কি।''

আরও জানা গেছে, প্রধানের ঘরের টেবিলের ড্রয়ার ভেঙেছে দুষ্কৃতীরা। তার ঘর থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এছাড়া বাকি তিনটি ঘরের সব আলমারি খুলে নথিপত্র তছনছ করেছে। সাতটি আলমারি ভেঙেছে।বাকি আলমারি গুলো চাবি দিয়ে খুলেছে।প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান,মূলত পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রগুলি নিশানা করেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে ঠিক কি কি নথিপত্র চুরি গেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। পঞ্চায়েতের মধ্যে থাকা মূল্যবান জিনিস চুরি না করে অফিসের নথিপত্র চুরি কি কারণে এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে জল্পনা তুঙ্গে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

এলআইসি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বীমা সংস্থা !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জীবন বীমা সংস্থা হিসেবে উঠে এল ভারতীয় জীবন বীমা সংস্থা এলআইসি। ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত বীমা কোম্পানিটির ক্রমশ আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। দিনে দিনে শীর্ষস্থান দখলের দিকে এগোচ্ছে এলআইসি। বিশ্বের তাবড় বীমা কোম্পানিকে পিছনে ফেলে বর্তমানে তারা আর্থিক শক্তিতে চতুর্থ স্থান দখল করে ফেলেছে। দেশের সর্বোচ্চ বীমা সংস্থা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি বা এলআইসি-র মুকুটে যুক্ত হল নয়া পালক।আর্থিক শক্তির নিরিখে বিশ্বেসেরা পঞ্চাশটি ইনসিওরেন্স কোম্পানির মধ্যে এলআইসি-র নাম উঠে এল।শুধু তাই নয়, ওই পঞ্চাশটি বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বীমা সংস্থার মধ্যে চতুর্থ স্থান দখল করেছে ভারতীয় বীমা সংস্থা এলআইসি।এস অ্যান্ড পি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স এর সাম্প্রতিক তালিকা অনুযায়ী জীবন বীমা, দুর্ঘটনা বীমা এবং স্বাস্থ্য বীমা ক্ষেত্রের সংযুক্তিকরণের সামগ্রিক ফলের নিরিখে এলআইসি'র এই লাফ।

উল্লেখ্য, এশিয়ার ১৭টি

LIC
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

কোম্পানি ঠাঁই পেয়েছে বিশ্বসেরা ৫০টি বীমা কোম্পানির মধ্যে। চিন ও জাপানের সংস্থা এশিয়ার সেরা। তবে খুব পিছিয়ে নেই ভারতের জীবন বীমা সংস্থা এলআইসি। চতুর্থ স্থান দখল করে বীমার দুনিয়ায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে তারা। তালিকার শীর্ষে রয়েছে জার্মানির অ্যালায়াঞ্জ এসই,মোট সঞ্চয় ৭৫০.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, দ্বিতীয় স্থানে চীনের চায়না লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড,মোট সঞ্চয় ৬১৬.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে জাপানের নিপ্পন লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি, সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৩৬.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।চতুর্থ স্থানে রয়েছে এলআইসি।এলআইসি'র সঞ্চয়ের অর্থমূল্য ৫০৩.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪২ লক্ষ কোটিরও বেশি।

কালোবাজারি রুখতে আলু বীজের গোডাউনে হানা পুলিশের !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আলুর বীজের কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের।সঠিক তথ্য দিতে না পারায় সিঙ্গুরের রতনপুর এলাকায় এক বীজ ব্যাবসায়ীর দোকান বন্ধ করে দিলেন হুগলির জেলা গ্রামীণ পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিক।

অগ্রহায়নের অকাল বৃষ্টিতে সিঙ্গুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চাষের জমিতে আলুর বীজ জলে নষ্ট হয়ে গেছে। পুনরায় বীজ কিনে আলু বসাতে হচ্ছে চাষীদের।সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণীর অসাধু বীজ ব্যবসায়ীরা আলুর বীজ

কৃষকদের চড়া দামে বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। শনিবার সিঙ্গুরের রতনপুর এলাকায় হুগলি গ্রামীন পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের ডিএসপি নিমাই চৌধুরীর নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।একটি বীজের দোকানে সঠিক আলু বীজের মজুত পরিমান,খাতা, বিলের রশিদ কিছু দেখতে না পাওয়ায় সেই দোকানটিকে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেন এনফোর্সমেনট ব্রাঞ্চের আধিকারিক নিমাই চৌধুরী। এরপর সিঙ্গুর থেকে তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙা এলাকায় আলু বীজের বিভিন্ন দোকান পরিদর্শনে যান এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের ডিএসপি নিমাই চৌধুরী সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

টেস্ট পরীক্ষার পর ছাত্রী জানতে পারল তার রেজিস্ট্রেশনই হয়নি ! বসতে পারবে না মাধ্যমিক পরীক্ষায় !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার টেস্ট দেওয়ার পর এক ছাত্রীকে স্কুল থেকে জানানো হল মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় সে পরীক্ষা দিতে পারবে না। কথাটা শুনে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ছাত্রীর মাথায়।প্রতিবাদে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করল অভিভাবকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর কুলুট নেহারউদ্দিন হাইস্কুলে। ছাত্রীটি যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারে সেই দাবিতে শনিবার বেলা দুটো থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা।

মন্তেশ্বর কুলুট নেহারউদ্দিন হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নাসরিন খাতুন শনিবার স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন

আনতে গেলে প্রধান শিক্ষক জানান তার রেজিস্ট্রেশন আসেনি।এই খবর ছাত্রীর পরিবারের কাছে পৌঁছালে অভিভাবক সহ প্রতিবেশীরা প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে। ছাত্রীটি জানায়, ''ক্লাস নাইনে স্কুলে রেজিস্ট্রেশন ফরম ফিলাপ করা হয়েছিল। যদি না ফর্ম করলাম তাহলে আমাকে মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিল কি করে?'' শনিবার প্রধান শিক্ষক জানাচ্ছেন তার রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। রেজিস্ট্রেশনের সময় ওই ছাত্রী অনুপস্থিত ছিল।এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। অবশেষে প্রধান শিক্ষক লিখিত স্বীকারোক্তি দেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবগত করিয়ে ওই ছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করা হবে।তারপরেই ঘেরাও ওঠে বলে জানা গেছে।

বর্ধমানে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল মা কার্নিভালের সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে ২ ডিসেম্বর,শনিবার বিকেলে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল মা কার্নিভালের সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাজি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন,মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান পূর্বের সাংসদ সুনীল মন্ডল,ডিএসপি (ট্রাফিক) রাকেশ কুমার চৌধুরী, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।এদিন মঞ্চ থেকেই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ যাত্রাপালা করলেন।তার যাত্রা দেখে মুগ্ধ সকলে।পাশাপাশি মন্ত্রী ইন্দ্রনিল সেন গান গেয়ে মঞ্চ মাতালেন।একথায় বলা যায় শনিবার রাজ্যের দুই মন্ত্রী মা কার্নিভালের মঞ্চ কাঁপালেন।এদিনের মঞ্চ থেকে বিধায়ক খোকন দাস প্রথম পুরস্কার তুলে দিলেন লাল্টু স্মৃতি সংঘকে।লাল্টু স্মৃতি সংঘের কর্মকর্তাদের হাতে চার লক্ষ টাকার চেক এবং সুন্দর ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বর্ধমানের সবুজ সংঘ এবং আলমগঞ্জ বারোয়ারির কর্মকর্তাদের হাতে তিন লক্ষ টাকা করে চেক এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। তৃতীয় স্থানাধিকারী ন্যাচারাল সিটি পুজো কমিটিকে দু'লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। কমিটির পক্ষে খুদে সদস্যরা পুরস্কার গ্রহণ করে। চতুর্থ হয়েছে লক্ষ্মীপুর মাঠ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। পঞ্চম হয়েছে তেলিপুকুর সুকান্ত স্মৃতি সংঘ। চতুর্থ থেকে দশম স্থানাধিকারীদের প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি প্রদান করা হয়।এবছর মোট ২৭ টি পুজো কমিটি কার্নিভালের শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিল বলে জানা গেছে।

২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে গুড়াপ বইমেলা

ইসরাইল মল্লিক ঃ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল গুড়াপ বইমেলা।পাক্ষিক সংবাদপত্র 'খবর আজ কাল পরশু'র উদ্যোগে পলাশী স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে গুড়াপ বইমেলা, চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।প্রতিদিন বেলা ২.৩০ মিনিট থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে মেলা।এবারে বইমেলার উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. বাণীপ্রসাদ সেন।প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন গুড়াপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী নিরন্তরানন্দ এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করবেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র এবং প্রবীণ সাংবাদিক তপেশ বসু।

গুড়াপ বইমেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন,প্রতি বছরের মতো এবছরও গুড়াপ বইমেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।নাচ,গান,আবৃত্তির পাশাপাশি এবারে বইমেলায় থাকছে প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির এবং যুব সম্মেলন। বিশেষ আকর্ষণ আদিবাসী নৃত্য এবং শর্ট ফিল্ম শো। থাকছে দেশীয় বীজ সংরক্ষণ ও বিষমুক্ত কৃষি নিয়ে আলোচনা সভা। দেওয়া হবে গুণীজনদের সংবর্ধনা।কবি সম্মেলন না হলেও বইমেলায় এবারে থাকছে আমন্ত্রিত কবিদের নিয়ে আড্ডা।নাচ,গান, কবিতা, আবৃত্তি,আলোচনা সভা,সর্বোপরি নতুন বইয়ের গন্ধ এবং বইপ্রেমীদের সমাগমে আকষণীয় ও জমজমাট হয়ে উঠবে গুড়াপ বইমেলা প্রাঙ্গণ,তা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ মুহূর্তের ছবি...

(প্রথম পাতার পর)

এক নজরে

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে সাচার কমিটির রিপোর্টের আদৌ কি বাস্তবায়ন হয়েছে?উঠছে প্রশ্ন।

● "বাংলার রাজ্য সঙ্গীত বাংলার মাটি, বাংলার জল ...", ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। জাতীয় সঙ্গীতের মতোই মর্যাদা দেওয়ার নির্দেশ।

● বুকে ব্যাথা শ্বাসকষ্ট নিয়ে পিজিতে ভর্তি কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র।

● "আসল চোরেরা জেলে যাবে, মমতা ব্যানার্জি সবংশে জেলে যাবেন", 'মমতা চোর' লেখা পোশাক পরে হুঙ্কার দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● "মোদীকে হঠাতে হলে মমতা ব্যানার্জিকে পাঁচ বার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। শুভেন্দুর কাছে হারে,সে লড়বে মোদীজির সঙ্গে ! ", মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর।

● সময়ের অভাবে শান্তিনিকেতনে এবারে হচ্ছে না পৌষ মেলা, জানিয়ে দিল বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

● গাইঘাটার ডুমা সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলকে পরাস্ত করে জয়ী বামেরা। সমবায় সমিতির ৫১টি আসনের মধ্যে বামেরা জয়লাভ করেছে ৪০টি আসনে। তৃণমূল পেয়েছে ১১টি আসন।

● 'হাত' ছাড়া রাজস্থান ও ছত্রিশগড়। তিন রাজ্যে জয় জয়কার বিজেপির। তেলেঙ্গানায় ক্ষমতা দখল করল কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান,ছত্রিশগড়ে গেরুয়া ঝড়ে কার্যত উড়ে গেল কংগ্রেস। হিন্দি বলয় ফের ভরসা রাখল মোদীজির ওপর।

● "খুবই দুঃখজনক। মহুয়া মৈত্র কৃষ্ণনগরের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত।ভোটে তাকে পরাজিত করতে না পেরে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে।দল সম্পূর্ণ ভাবে মহুয়া মৈত্রর পাশে ছিল ,আছে এবং থাকবে", মহুয়া মৈত্র ইস্যুতে বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● "আদানিকে বাঁচাতে বিরোধীদের কন্ঠস্বর দমানোর চেষ্টা", সাংসদ পদ খারিজের পর মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কৃষ্ণনগরের বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

● "গোটা দলটাই চোরের দল,মাথা থেকে একদম লেজা পর্যন্ত সব চোর" বিস্ফোরক পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষক সভার সম্পাদক তথা জামালপুরের বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা সমর ঘোষ।

● টাটা সুমো গাড়িতে 'অন ডিউটি ইস্টার্ন রেলওয়ে' - স্টিকার লাগিয়ে ভুয়ো রেলের আধিকারিক সেজে কয়লা বোঝাই লরি আটকে ড্রাইভারকে মারধর ও টাকা চাওয়ার অভিযোগে গুড়াপের তেলাকোনা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল গুড়াপ থানার পুলিশ। লরিটি রানীগঞ্জ থেকে কয়লা নিয়ে দশঘরার দিকে যাচ্ছিল বলে জানা গেছে।

● পঞ্চায়েত অফিসের তালা ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি ,উধাও কম্পিউটার এবং সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক ! পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বলগোনা পঞ্চায়েতের ঘটনা।প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।

● ২০ ডিসেম্বর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে মৃত ৩

● পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি,খন্ডঘোষ, শক্তিগড়,গলসি, জামালপুর সহ কয়েকটি থানায় ওসি পদে রদবদল। জামালপুর থানার নতুন ওসি হলেন নিতু সিং।

গুড়াপের কংসারীপুরে পথ দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,দিলেন আর্থিক সহায়তাও।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com